সত্যের সন্ধানে নিরীক্ষক THE DAILY JUGANTOR
যুগান্তর
31 March, 2022, Thursday

বিআইডিএস'র সেমিনার

বাজারমূল্যের হিসাবে জিডিপি মাথাপিছু আয়ের চিত্র আসছে না

যুগান্তর প্রতিবেদন

বর্তমান বাজারমূল্য ও ডলারে জিডিপি (মোট দেশজ উৎপাদন) হিসাব করায় সঠিক চিত্র আসছে না। একই কারণে দেশের মানুষের মাথাপিছু আয়ের হিসাবও পুরোপুরি পাওয়া যাচ্ছে না। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) হিসাব পদ্ধতিতে সংস্কার আনা প্রয়োজন। এ জন্য যেটি করা দরকার সেটি হচ্ছে গত কয়েক বছরের গড় হিসাব থেকে প্রবৃদ্ধির হিসাব করা। এছাড়া কোনো দেশের সঙ্গে তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরার ক্ষেত্রে আবেগ দিয়ে বর্তমান ডলারমূল্যে তুলনা করলেও সেটি ঠিক হবে না।

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) সেমিনারে এসব বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। 'এ মেটহুডিওলজিক্যাল পাসপেকটিভ অন দ্য কন্সট্যান্ট ডলার পার ক্যাপিটা ইনকাম কমপারিজম' শীর্ষক সেমিনারে এসব কথা বলা হয়। রাজধানীর আগারগাঁও এ অবস্থিত বিআইডিএস সম্মেলন কক্ষে বুধবার অনুষ্ঠিত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বিআইডিএসের মহাপরিচালক ড. বিনায়ক সেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কানাডার মন্ট্রিলের কনকনডিয়া ইউনিভার্সিটির অ্যামিরেটাস অধ্যাপক ড. সৈয়দ মইনুল আহসান।

ড. সৈয়দ ময়নূল আহসান বলেন, উৎপাদনের তথ্য প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। বাজারমূল্যও পরিবর্তিত হয়। তাই এখনকার বাজার দর ও ডলার মূল্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হিসাব করা হলে সেটি সঠিক চিত্র দেয় না। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো মূল্যস্ফীতি ছাড়া ও মূল্যস্ফীতিসহ দুই ধরনের প্রবৃদ্ধির হিসাব দিয়ে থাকে। সাধারণ মানুষের মধ্যে মূল্যস্ফীতি না ধরে যে হিসাব করা হয় সেটিই প্রচার পায়। কিন্তু সেটি দেশের প্রকৃত উৎপাদনের চিত্র তুলে ধরে না। কেননা দেশের উন্নতি হচ্ছে, সে সঙ্গে পণ্যের দামও বাড়ছে ও টাকার মান কমছে। এতে সঠিক চিত্র বোঝা যায় না। তিনি বলেন, আমেরিকা ও জাপানের মধ্যে যখন তুলনা করা হয় তখন দুই দেশের পিপিপি (পারসেজিং পাওয়া প্যারিটি) ডলার সিস্টেম এক নয়। ২০১০ সালের ভিত্তি বর্ষ ধরে হিসাব করলে দেখা যায় জাপানের অর্থনীতি আমেরিকার চেয়ে এগিয়ে। আবার ২০১৫ সালের ভিত্তি বর্ষ ধরলে দেখা যায় আমেরিকা জাপানের চেয়ে এগিয়ে। কাজেই বাংলাদেশ ও ভারতের সঙ্গে সঙ্গে তুলনা করা হবে তখন কারেন্ট ডলারে হিসাব করলে হবে না। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, পিপিপি ডলারে হিসাব করা দরকার। যেসব বছরে পিপিপি নেই, সেসব বছরে মুভিং অ্যাভারেজ করা দরকার। অর্থাৎ যখন হিসাব করা হবে তার ৩/৪ বছর আগের গড় হিসাব পদ্ধতি ব্যবহার করে জিডিপি ও মাথাপিছু আয়ের হিসাব করা দরকার। তাহলে কিছুটা মিল পাওয়া যাবে। আবার আঞ্চলিক ভিত্তিতে একটি সাধারণ পদ্ধতি থাকা প্রয়োজন। যেমন সার্ক অঞ্চলের দেশগুলোতে জিডিপি ও মাথাপিছু আয় হিসাব একরকমভাবে করা প্রয়োজন। অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, টাকার মান এখন কত হওয়া উচিত সেটি বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হতে হবে। অর্থাৎ দেশের আমদানি-রফতানি পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে সমন্বিতভাবে চিন্তা করেই টাকার মান নির্ধারণ করা দরকার।